সংবাদ

তারিখ 10 FEB 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

পাঠ্যপুস্তকে ভুল দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে

সংশ্লিষ্টদের দায়িত্বহীনতাই কারণ

—— তদন্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য

রাকিব উদ্দিন

পাঠ্যবইয়ে ইতিহাস বিকৃতির প্রমাণ পেয়েছে সরকারের তদন্ত কমিটি। এতে ১৯৬৮ সালে 'আগরতলা মামলা' ও 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন' সম্পর্কে ভুল তথ্য তুলে ধরার প্রমাণ মিলেছে। লেখক, সম্পাদক, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ ও পরিমার্জনকারীদের দায়িত্বহীনতার কারণেই ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যবইয়ে অসংখ্য ভুল-ত্রুটি থেকে গেছে বলে এনসিটিবির তদন্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট বইয়ের লেখক, গবেষক, সম্পাদকদের কাছে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের সকল পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপি অধিকতর যাচাইয়ের জন্য লেখকদের চিঠি দিয়েছে এনসিটিবি।

এবার সবচেয়ে বেশি ভুল ও তথ্য বিভ্রাট পাওয়া গেছে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বইয়ে। ৫ম শ্রেণীর 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বইয়ের মূল পাণ্ডুলিপিই সংরক্ষণে নেই এনসিটিবির। মাত্র দুটি বই যাচাই করে ভুল-ত্রুটির জন্য এনসিটিবির গবেষণা কর্মকর্তা আবু সালেক খান, বিশেষজ্ঞ হান্নান মিয়া ও সৈয়দ মইনুল হাসানকে দায়ী করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী সংবাদকে বলেন, 'তদন্ত প্রতিবেদনটি আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছিলাম। মন্ত্রণালয় বইগুলোর লেখক, সম্পাদক, বিশেষজ্ঞ ও পরিমার্জনকারীদের কাছে ভুল-ত্রুটির বিষয়ে লিখিতভাবে ব্যাখ্যা চাইতে নির্দেশ দিয়েছে আমাদের। আমরা সেই অনুযায়ী ব্যাবস্থা নিচ্ছি। এরপর আমরা বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।'

দুটি বইয়ের ভুল-ত্রুটি বিষয়টি তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন এনসিটিবির ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ মোসাম্মত মেহের নিগার। এ বিষয়ে জানতে চাইলে তদন্ত কর্মকর্তা কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, 'কিছুদিন আগে আমি প্রতিবেদনটি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কাছে জমা দিয়েছি।'

ভুল-ত্রুটি সংশোধনের বিষয়ে এনসিটিবির সচিব ইমরুল হাসান সংবাদকে বলেন, 'বিভিন্নভাবে আমরা অনেক বইয়ে ভুল-ত্রুটি পাচ্ছি। সব বইয়ের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করতে আমাদের সম্পাদনা শাখা কাজ করছে, যাতে ২০১৭ সালের বইয়ে কোন ভুল-ত্রুটি না থাকে। তবে এবার যেসব বইয়ের ভুল-ত্রুটি ইতোমধ্যে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে, সেগুলো ডিও পার্ট আকারে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

পাঠ্যপুস্তকে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

পাঠ্যপুস্তকে : ভুল
(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিতরণের কাজ চলছে।'

সকল বইয়ের পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে

২০১৬ শিক্ষাবর্ষে মোট ২৯১টি বিষয়ের পাঠ্যবই ছাপা হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যবই মুদ্রণের দায়িত্বে থাকা এনসিটিবি মাত্র দুটি বইয়ের ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করতে পেরেছে। অন্যান্য বইয়েও ভুল-ত্রুটি, মুদ্রণ প্রমাদ, ইতিহাস বিকৃতি ও তথ্য বিভ্রাট রয়েছে বলে এনসিটিবির কাছে বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ আসছে। তবে পাঠ্যবইয়ের পাণ্ডুলিপিতে ভুল-ত্রুটি আছে কিনা তা অধিকতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বইয়ের লেখকদের চিঠি দেয়া হয়েছে বলে সংবাদকে জানিয়েছেন এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) প্রফেসর ড. সরকার আব্দুল মান্নান।

তিনি বলেন, 'এখন পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের বইয়ে নেপালে ভূমিকম্পের তারিখ সংক্রান্ত একটি ভুল পাওয়া গেছে। এরপরও পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে লেখকরা প্রতিবেদন দেয়ার পর আরও কোন ভুল-ত্রুটি পাওয়া গেলে সেগুলো ২০১৭ সালের পাঠ্যবইয়ে সংশোধন করা হবে।'

ভুল তথ্য ও তদন্ত প্রতিবেদন

৫ম শ্রেণির 'সপ্তবর্ণা' (বাংলা) বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, '১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে মিথ্যা মামলা জারি করে। এখান থেকে 'ষড়যন্ত্র' শব্দটি প্রত্যাহারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার শওকত আলী ২০১২ সালের ২৭ জুন এনসিটিবিকে নির্দেশনা দিলেও তা প্রত্যাহার করা হয়নি। তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এর সঠিক তথ্য হবে 'আগরতলা মামলা'।

একই বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, '১৯৭১ সালের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে তার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।' তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে সঠিক তথ্য হবে, '১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি'।

বইয়ের ৭১ পৃষ্ঠায় কবি কালিদাস রায়ের 'অপূর্ব প্রতিশোধ' কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন বাদ দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'যৌক্তিক মূল্যায়ন শেষে 'তাজা খুনে ওজু করে' এ ধরনের শব্দ শিশু উপযোগী না হওয়ায় তৃতীয় ও চতুর্থ লাইন বাদ দেয়া হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন'।

এই বইয়ের ৬৮ পৃষ্ঠায় কবি সুকুমার রায়ের 'আনন্দ' কবিতাটির লাইন উল্টাপাল্টা সাজানো হয়েছে। এ বিষয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'আনন্দ' কবিতাটি দুটি কলামে ৮ লাইন করে মোট ১৬ লাইন হবে।'

এছাড়াও একই বইয়ের ৬৪ পৃষ্ঠায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলাদেশের হৃদয়' কবিতার অষ্টম লাইনটি 'তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে' পাঠ্যবই থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

পাণ্ডুলিপি নেই

তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, '৫ম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' পাঠ্যপুস্তকে এনসিটিবির প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং থেকে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে ১৯, ৫৫, ৯২ ও ১০১ নম্বর পৃষ্ঠায় বর্ণিত ত্রুটিসমূহ যাচাই করা হয়। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটি লেখক সম্পাদক কর্তৃক দাখিলকৃত মূল পাণ্ডুলিপি কিনা তা স্পষ্ট নয়। এনসিটিবির প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এবং সম্পাদক শাখা থেকে লেখক, সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত মূল পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত পাঠ্যপুস্তকের লেখক, সম্পাদক কর্তৃক স্বাক্ষরিত মূল পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় বিষয়টি তদন্তে জটিলতা দেখা দেয়।'

২০১৬ শিক্ষাবর্ষের ৫ম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বিষয়ের বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এনসিটিবির গবেষণা কর্মকর্তা আবু সালেক খান। অফিস আদেশ অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকের তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল-ত্রুটি সংশোধন করা তার দাপ্তরিক দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেননি। তিনি তার লিখিত বক্তব্যে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন' বলে তদন্ত কর্মকর্তা মন্তব্য করেছেন।

৫ম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' বইয়ের ১০১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'জাতিসংঘের চারটি প্রশাসনিক শাখার নাম লেখ'। এ সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'জাতিসংঘের প্রশাসনিক শাখা একটি'।

বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, '২০১৫ সালের ২৪ এপ্রিল নেপালে সংঘটিত হয় ভূমিকম্প।' প্রকৃত তথ্য হলো '২০১৫ সালের ২৫ এপ্রিল নেপালে সংঘটিত হয় ভূমিকম্প'।

৯ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, '১৯ শতকে এই পার্কের নাম পরিবর্তন করে ভিক্টোরিয়া পার্ক রাখা হয়।' এর সঠিক তথ্য হলো- 'বিশ শতকে এই পার্কের নাম পরিবর্তন করে 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' রাখা হয়'।

এই বইয়ের ১৯ পৃষ্ঠায় আরও ভুল তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, '১৯৪৭ সালে নির্মিত সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিসৌধ, বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা'। এর সঠিক তথ্য হবে, '১৯৫৭ সালে নির্মিত সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিসৌধ, বাহাদুর শাহ পার্ক, ঢাকা হবে'।

এবার সারাদেশের ৪ কোটি ৪৪ লাখ ১৬ হাজার ৭২৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৯১ বিষয়ের ৩৩ কোটি ৩৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৬০টি বই বিতরণ করা হয়েছে।